54

দৈনিক ইত্তেফাক

AUG 14 19[illegible]
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১/— কলাম .. ৮

রাজশাহীতে নিয়মনীতি না মানিয়া কলেজ স্থাপনের হিড়িক

রাজশাহী অফিস ॥ একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের তিন মাইল পরিধির মধ্যে অন্য ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপনের বিধি নিষেধ থাকিলেও রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ইহা উপেক্ষা করিয়া অনেকগুলি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করা হইয়াছে। এখনও এই তৎপরতা চলিতেছে। আবার থানা সদরে শুরু হইয়াছে মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার ধুম। কোন কোন থানায় দেখা গিয়াছে প্রায় পাশাপাশি ২টি মহিলা ও ১টি কোএডুকেশনের কলেজ। অথচ বিধান মতে এখানে একটি কলেজ ছাড়া অন্য কলেজ থাকিতে পারে না। মজার ব্যাপার হইল, এই তিনটি কলেজকেই শিক্ষাবোর্ড স্বীকৃতি দিয়াছে এবং নিয়মিতভাবে সরকারী অনুদান পাইতেছে।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড সূত্রে বলা হয় একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের বোর্ডের স্বীকৃতি পাইতে কম করিয়া হইলেও তিন বৎসর সময়ের প্রয়োজন। ইহার পরে সরকারী অনুদান পাওয়ার কথা। কিন্তু তদবিরের জোরে যেমন বোর্ড নিয়ম-কানুনের ব্যতিক্রম ঘটাইতেছে তেমনি কলেজগুলি সরকারী অনুদানও পাইতেছে। উক্ত সূত্র জানায়, এই ধরনের নীতি কখনই চলিতে পারে না। কিন্তু তাহাই ঘটিতেছে।

বগুড়া জেলার ধুনট থানার চৌকিবাড়ী ইউনিয়নের জালশুকায় জনৈক বিত্তশালী সরকারী চাকুরে একটি কলেজ নির্মাণ করিতেছে শিক্ষাবোর্ডের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অনুমতি পাওয়ার আগেই। আগে হইতে তাহারা ধরিয়া লইয়াছে, প্রভাব খাটাইয়া এই অনুমতি পাওয়া যাইবে। অভিযোগ করা হইয়াছে প্রস্তাবিত এই কলেজ হইতে দুই মাইলের মধ্যে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন ও সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত জয়লা জোআন ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী কলেজ। বোর্ড নূতন কলেজের স্বীকৃতি দিলে পুরাতন কলেজটি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এখন শিক্ষা বোর্ডকে ইহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

যেখানে সেখানে যেমন তেমন করিয়া কলেজ নির্মাণের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ একটাই। তাহা হইল বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ সরকারী অনুমোদন পাওয়া। সত্য বটে কলেজগুলিতে কিছু বেকারের চাকুরির সংস্থান হইতেছে। কিন্তু শিক্ষারমান নীচের দিকে নামিয়া যাইতেছে। বিত্তহীন বেকারদের এই সব কলেজে চাকুরী হয় না। ডিগ্রী যে রকমই থাকুক যাহারা মোটা অংকের টাকা ডোনেশন দিতে পারিতেছে তাহাদেরই চাকুরী জুটিতেছে। মেধাসম্পন্ন বিত্তহীন প্রার্থীরা চাকুরী না পাওয়ায় কলেজগুলিতে লেখাপড়া কি রকম হইতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়। এ জন্য বহু কলেজের পরীক্ষার ফল খারাপ হইতেছে। ইহাতে কলেজের শিক্ষকদের কিছু যায় আসে না। সরকারী অনুদান পাইলেই তাহাদের হইয়া যায়।

বেসরকারী কলেজগুলিতে শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ডোনেশন প্রথা স্থায়ী হইয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। কলেজগুলি বিজ্ঞাপন দিয়া ডোনেশনের প্রতিযোগিতা চালায়। যে বেশী ডোনেশন দিতে পারে তাহার পরীক্ষার ফলাফল যত খারাপ হউক না কেন তাহাকেই নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। ইহার ফল কি হয় তাহা সকলেরই জানা। ডোনেশন আবার দুই রকম। ডোনেশন প্রকাশ্যে দেওয়া হয় কলেজকে আর ইহার কিছু অংশ দেওয়া হয় সকলের চোখের বাহিরে কর্মকর্তাদের পকেটে। উভয় ক্ষেত্রে হিসাব মিলিয়া গেলে চাকুরীও মিলিয়া যায়।

এই ডোনেশন প্রথা রহিত করা জরুরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রথা যতদিন থাকিবে ততদিন শিক্ষার মানের উন্নতি হইবে না ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এজন্য সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। অনুদান যখন সরকার দিতেছে তখন এ সম্পর্কে তাহাদের করণীয় কিছু আছে। বিষয়টি নিয়া ভাবিতে এবং কলেজের চাকুরী পাওয়ার ব্যাপারে যথোপযুক্ত নিয়মনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।